পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ

অলোক রায়

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় পুরোনো বইয়ের একটা বিরাট বাজার ছিল। কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে পাওয়া যেত না এমন বই বোধ হয় ছিল না। বিশেষভাবে লেখক - উপহৃত লেখক - স্বাক্ষরিত বই একমাত্র ওখানেই মিলত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র থেকে শু করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংস্করণের বই খুব দুর্লভ ছিল না।শ্যামবাজার, হাতিবাগান, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ড্যালহাউসির ফুটপাতে মিলত দুষ্প্রাপ্য পুরোনো পত্রিকার সেট, ইংরেজি - বাংলা প্রায় যে কোনপুরোনো বই। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ থেকে শু করে হেন পুস্তকপ্রেমী ছিলেন না, যাঁকে কলেজে স্ট্রিটের রেলিঙের ধারে দেখা যেত না। পঞ্চাশ সালেরআগের কথা অবশ্য আমার জানা নেই। আমি কলেজে পড়ার সময় থেকে বই সংগ্রহ শু করি। তারপর পঞ্চাশ বছর কেটেছে। এই সময়ের মধ্যে পুরোনো বইয়ের বাজারের চরিত্র অনেক বদলেছে। দেশবিভাগের পর অন্তত বছর - কুড়ি ওপার বাংলা থেকে প্রচুর বই এপার বাংলায় চলে আসে। যাঁরা বই এনেছিলেন তাঁরা বই বিক্রি করার জন্য আনেননি, বই ভালোবাসেন বলে জমি - জায়গা ছাড়তে পারলেও বই ছাড়তে পারেননি। কিন্তু তারপর সেই বই রাখতে পারেননি। বাসস্থানের সমস্যা, অর্থাভাব, বংশধরদের চিবদল — পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহকে গৃহ থেকে ফুটপাতে স্থানান্তরিত করেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরের জমিদার বা উচ্চবিত্ত শিক্ষিতজন সম্ভবত অনেকেই বই সংগ্রহ করতেন। আমি এরকম বই অনেক দেখেছি, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে নিজেও সংগ্রহ করেছি চামড়া দিয়ে বাঁধানো সোনার জলে নাম - লেখা বা রবার স্ট্যাম্পে স্বত্বাধিকারীর নামঠিকানা লেখা বই। পারিবারিক সংগ্রহ পৌঁছে গেছে পুরোনো বইয়ের দোকানে, আবার সেখান থেকে বই কিনেগড়ে উঠেছে নতুন পারিবারিক সংগ্রহ। এইভাবে বইয়ের হাতবদল চলতে থাকে। এমনিতে কোনো বই স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় না। ফলে দরকারি বইয়ের সন্ধান মেলে না অনেক সময়।

পারিবারিক সংগ্রহ অধিকাংশ সময়ে শু হয় ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে। তারপর চত্রবৃদ্ধি হারে কয়েক পুষের চেষ্টায় বিত্তের পরিমাণ যেমন বাড়ে, বইয়ের সংখ্যাও বাড়ে। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের (১৭৩৩-৯৭) জীবনীকারেরা তাঁকে শুধু বিদ্যোৎসাহী নয়, অসামান্য সংস্কৃত ও আরবি - ফারসি ভাষায় পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ষড়যন্ত্র, ঝিাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির রোমাঞ্চ কর জীবনে পড়াশোনা করার সময় তিনি কবে পেলেন জানা যায় না,কিন্তু তাঁর পুথি ও পুস্তক সংগ্রহ এদেশে প্রবাদতুল্য ঃ ‘His Collection of books and manuscripts, Sanskrit, Arabic and Persian, was large and valuable. It included many rare and original works, and the Sanskrit and Persian manuscripts in particular appear to have been compiled at great cost and with most laborious and discriminative research. They bear evidence of the universality of his general appreciation of learning. No private person’s library in this country could be compared to Nubkissen’s in respect of the value of ancient manuscripts. (N. N. Ghose, Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, 1901) পরবর্তীকালে রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩ - ১৮৬৭) সেই সংগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন। কলকাতায় পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে সভাবাজার রাজবাড়ির স্থান সম্ভবত সর্বোচ্চে বলা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কাজ করেছেন তখন তিনি সেখানে প্রায় যাবতীয় বই-পত্রিকা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু দেব - পরিবারের লেখাপড়া জানা ব্যক্তির অভাব না থাকলেও (আমাদের সময়ে আমরা হারীতকৃষ্ণ দেবকে দেখেছি) যৌথ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যিনি যখন লাইব্রেরির চাবি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, তখন তিনি যথেচ্ছভাবে বই ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন সকলকে, এবং অধিকাংশ সময়ে সে সুযোগের অসদ্ব্যবহার ঘটেছে। লাইব্রেরি থেকে বই বাইরে গেছে, তারপর ফিরে আসেনি। আমরা বিশ শতকের ছয়ের দশকে একাধিকবার সভাবাজার রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে গেছি — দোতলায় উঠে বাঁদিকে বিশাল কক্ষ, অত্যন্ত ধুলিমলিন, অধিকাংশ আলমারির কাচ ভাঙা, সম্ভবত তালাও ভাঙা — আলমারিতে সম্ভবত তালাও ভাঙা — আলমারিতে অর্ধেক বই নেই। বই পত্রিকার কোনো তালিকা দেখতে পাইনি। বই নেড়েচেড়ে দেখবার সুযোগ ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকদিনের চেষ্টাতে প্রয়োজনীয় একটি বইয়েরও সন্ধান পাইনি। সেইসঙ্গে শোনা গেল রাজবাড়ির সংগ্রহ তখন পুরোনো বইয়ের দোকানে যেতে শু করেছে। অধিকাংশ পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের অন্তিম অবস্থা একইরকম। ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলে কী হতে পারত, অন্য কয়েকটি পুস্তক সংগ্রহের প্রসঙ্গে সে কথা বলা যাবে। রাজবাড়ির যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি ট্রাস্টের রক্ষণাধীন হওয়ায় বইগুলি কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত করা সহজ ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ প্রয়াস - প্রচেষ্টার পর স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে, তবে সেই বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগারের ঠিক কতটুকু রক্ষা করা গেছে তা আমার জানা নেই।

আমাদের ছেলেবেলায় মিউজিয়াম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো কলকাতায় অন্যতম দর্শনীয় স্থান ছিল পাথুরিয়াঘাটায় টেগোর কাস্‌ল্‌। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১ - ১৯০৮) মানুষ যেমনই হোন না কেন, পুস্তকপ্রেমী ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি এবং হরকুমার ঠাকুরের বিশাল সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন । মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও কাব্যের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। যখন তাঁর বাড়ি দেখতে গেছি তখন লাইব্রেরি দেখতে প

াইনি (১৯৫০ - ১), তবে খুব কৌতূহল হয় তাঁর বইপত্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ কোথায় গেল। সম্ভবত গ্রন্থগার রক্ষায় উত্তরপুষের কোনো আগ্রহ ছিল না।

পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের সৃষ্টি. এবং বিলুপ্তি নিয়ে বেশ বড়ো মাপের একটা বই লেখা যায়। আঠারো - উনিশ শতকে রাজামহারাজারা পুথি সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। সকলেই যে তাঁরা নিজেরা পড়ুয়া ছিলেন তা নয়। কিন্তু পুথির মূল্য অনেকে জানতেন । আর এই পুথি সংগ্রহের অন্যতম একটি পথ ছিল অবাধ লুণ্ঠন। নবকৃষ্ণ দেবের সংগ্রহের ইতিহাস পুরোপুরি জানা নেই তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১)প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭ - ১৮০৬) ১৭৮১ সালে বার াণসীতে চৈতসিংহের বিদ্রোহ দমনের সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে রামনগর আক্রমণে অংশগ্রহন করেন। ইংরেজের উপকার করায় প্রভূত ধনরত্ন মিলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কাশীর রাজবাড়ি অবরোধের সময়ে তিনি নানা প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এগুলি সূড়ার র াজবাড়িতে রক্ষিত ছিল। পীতাম্বর অনতিপরে বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁর ছেলে বৃন্দাবন রামমোহন রায়ের বন্ধু হলেও পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন না। রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেজয় (১৭৯৬ - ১৮৬৯) অবশ্য অধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তো কথাই নেই। বেলেঘাটায় গেলে সূড়ার রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যাবে, তবে পীতাম্বর - জন্মেজয় - রাজেন্দ্রলালের সেই বিশাল গ্রন্থগার আজ কোথায়? বিশ শতকের ছয়ের দশকে একদা সেই লাইব্রেরি দেখার জন্য মাঝে মাঝে সেখানে গেছি। রাজবাড়ির কম্পাউন্ডে একটিআউটহাউসের দোতলায় একটি মাত্র ঘর, সেখানে স্তূপাকার বই - পত্রিকা - পুথি মেঝেতে ছড়ানো আছে, তার উপর দিয়েই হাঁটাচলা হচ্ছে। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও বই বা কাগজে হাত দেওয়ার অনুমতি মিলল না। খুব ক ায়দাকরে আমাকে বলা হল, স্বত্বাধিকারীরা খুব শীঘ্রই সব গুছিয়ে ফেলবেন, তারপর বইপত্রের তালিকা টাইপ করে আমাকে দেবেন। ধূলোঘাঁটা আমার স্ব াস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা ছাড়া এর মধ্যে পারিবারিক কিছু চিঠিপত্র থাকতেপারে, সেগুলি বাইরে - র লোককে দেখতে দেওয়া যায় না। তারপর একাধিকবার গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও সে তালিকা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি। পরে জেনেছি সে সব বই - পত্রিকা - পুথি কিছুই রক্ষিত হয়নি। সম্ভবত আবর্জনা বিবেচনায় সেগুলি রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধেআরও কিছু কথা ছিল, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের উত্তরপুষের মনে আঘাত লাগতে পারে বলে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছি।
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের (১৭৪৯ - ৯৩) সঙ্গে পুথিপত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর বংশধর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রতাপচন্দ্র সিংহ অবশ্য স্মরণীয় হয়ে আছেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য । মাইকেল মধূসূদনের গুণগ্রাহী হিসেবে তাঁরা বই পড়তেন, বই সংগ্রহ করতেন। বেলগাছিয়া রাজবা ড়ির সেই সমস্ত বইয়ের সদ্ব্যবহার করেছিলেন সম্ভবত এই বংশের উত্তরপুষ বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৭-৬১) । বিমলবাবুর বইয়ের সংগ্রহ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল । তাঁর অকালমৃত্যুর পর সম্ভবত সেই পুস্তক সংগ্রহের একটা বড়ো অংশ কান্দি রাজ কলেজ লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে।

কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী(কান্তবাবু) পীতাম্বর মিত্রের মতো চৈতসিংহের লুণ্ঠিত সম্পদেরকিয়দংশ পেয়েছিলেন। তবে পুথিগত সংগ্রহে তঁ ার আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যোৎসাহী যুবা রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণনাথের ভাগনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দানধ্যানের জন্য বিখ্য াত, তাঁর সাহিত্যপ্রীতির কথা জনা আছে। তবে কলকাতায় কাশিমবাজার হাউসের পুস্তক সংগ্রহ ঠিক কোন সময়ে গড়ে ওঠে জানি না।মণীন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র সে ামেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐতিহাসিক এবং নাট্যকার। আশা করা যায়, কাশিমবাজার হাউসের পুস্তকসংগ্রহ স্থায়ীভাবে রক্ষিত হবে।

স্থায়ীভাবে বই রাখতে হলে উত্তরপুষের মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং কিছু আর্থিক সংগতির প্রয়োজন । তা না হলে ব্যক্তিগত পারিবারিক সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় বা দান করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যখন বহুধাবিভক্ত হয়, তখন বইয়ের সংগ্রহও ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। গগনেন্দ্র - অবনীন্দ্র - সমরেন্দ্র তাঁদের বইয়ের সংগ্রহ রক্ষা করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্র -জ্যোতিরিন্দ্র সংগ্রহ ঝিভারতী গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রভারতীসোসাইটির গ্রন্থাগারটিও পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহে পুষ্ট হয়েছে। প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে জানতে পারলে ভালো ল াগবে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক তেমনই মহামূল্যবান । সৌভাগ্যক্রমে তা জাতীয় গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার গত একশে া বছরে যেসব পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ দান হিসেবে পেয়েছে তার একটা বড় অংশ স্থানাভাবে, অযত্নে, দায়িত্বহীনতায় আজ বিলুপ্তহতে চলেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দানলব্ধ পুস্তক সংগ্রহের পরিমাণ বিশাল। তার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরপুস্তক সংগ্রহের কথা আমরা সকলে জানি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথদত্তের বইপত্রও সাহিত্য পরিষদে স্থান পেয়েছে। এখনও প্রত্যেক বছর বিভিন্নজন তাঁদের সংগৃহীত পুস্তক - পুস্তিকা - পত্রিকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে দান করেন। দাতাকে ছাপানো রসিদ দেওয়া হয়, পরিষদ পত্রিকায় প্রদত্ত বইয়ের বিবরণসহ দাতার নাম ছাপা হয়। কিন্তু সেখানেও স্থান াভাব এবং অব্যবস্থা । ফলে কয়েকবছর আগে আমি নিজে যে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা গ্রন্থাগারকে দিয়েছিলুম, এখন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়ে সেগুলির সন্ধান মিলল না।

আমার মাতামহ জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের (১৮৮৮ - ১৯৫৯) মৃত্যুর পর তাঁর বাংলা বইয়ের একটা বড় অংশ দিল্লি ঝিদ্যিালয়ে এবং ইংরেজি পত্রপত্রিকা (হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গলি, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, রেইজ অ্যান্ড রায়ত ইত্যাদি)জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়। পরে জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই পত্রিকাগুলি আর ব্যবহারের সুযোগ পাইনি। মন্মথনাথঘোষ কলকাতার সিমলা - ঘোষ পরিবারের সন্তান। ফলে তাঁর পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের (হিন্দু পেট্রিয়ট - বেঙ্গলিখ্যাত) সংগ্রহ উত্তরা ধিকারসূত্রে তাঁর গৃহে দীর্ঘদিন সযত্নে থাকার ফলে ছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল কোনো লেখার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকার ফলে এগুলি সকলে দেখার সুযোগ পান না। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে দেয়ার পরে সকলে সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন কি না সন্দেহ।

সিমলা -ঘোষ পরিবারের হিরণকুমার ঘোষ তাঁর পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বিডন স্ট্রিটে হিরণ লাইব্রেরি স্থাপন করেন। পরে সেই লাইব্রেরি সাধারণের সম্পত্তি হওয়ায় পারিবারিক অধিকার লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরিতে এইরকম আরও অনেকগুলি সাধারণ গ্রন্থগারের বই শেষ পযন্ত কলেজ স্ট্রিটের রেলিঙে স্থান পেয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা সম্ভবত পুস্তকপ্রেমী সকলেরই জানা আছে। এই মূহূর্তে আমার মনে পড়ছে বেশ কয়েক বছর আগে রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরির দুরবস্থার কথা।

তবু যাঁরা জীবিতাবস্থায় তাঁদের বইয়ের সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানকে দান বা বিক্রয় করেছেন, তাঁদের বইপত্র আরও কিছুকাল রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বিপুল। তাঁর ইচ্ছা ছিল বইপত্র কলকাতা ঝিবিদ্যালয় গ্রন্থগারে তিনি দান করবেন। কিন্তু ঝিবিদ্যালয় তাঁর কার্যকাল প্রত্যাশানুযায়ী বাড়াতে রাজি না হওয়ায় তিনি রাগ করে তাঁর পুস্তক সংগ্রহ বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিকে দিয়ে দিলেন। সুশীলকুমার দে অবশ্য প্রকল্পিতভাবে তাঁর জীবিতকালে বিশাল পুস্তক সংগ্রহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান ও বিক্রয় করেন। বিনয় ঘোষ যখন মেলবোর্ণ ঝিবিদ্যালয়ে তাঁর পত্রিকা সংগ্রহ (সোমপ্রকাশ ইত্যাদি) বিক্রয় করেন, তখন কলকাতায় কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর বক্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রদত্ত শর্তে সেগুলি কেনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুস্তক সংগ্রহ দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হয়, কিছু বই কেনে কল্যাণী ঝিবিদ্যালয়, কিছু বই রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি। অমল হোমের সংগ্রহ কোথায় গেছে জানি না। গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সংগ্রহ নিশ্চয় তাঁর বাড়িতে রক্ষিত নেই। যোগেশচন্দ্র বাগলের সংগ্রহও সম্ভবত নিউ ব্যারাকপুরে তাঁর গৃহে সংরক্ষিত হয়নি।

আমি নিজে অতি অল্প বয়সে কলকাতার অনেকগুলি পারিবারিক সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। রামবাগানের দত্ত-পরিবারের লাইব্রেরির (এবং বিরাট অস্ত্রাগারের) স্মৃতি আজও আমার মনে গাঁথা আছে। পরে সে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। বইপত্রও অধিকাংশ বেহাত হয়। অল্প কিছু বই-পত্রিকা (যদিও সেগুলি অ-মূল্য) রক্ষিত হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কল্যাণচন্দ্র দত্তের সল্ট লেকের নবনির্মিত গৃহে। কতদিন সেগুলি রক্ষা করা সম্ভব হবে জানি না। স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন সযত্নে পিতৃদেব চাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ সেই সঙ্গে রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি এবং অজস্র চিঠি রক্ষা করেছেন কিন্তু কনকবাবুর মৃত্যুর পর কোথায় তার কী গতি হল জানি না।

রমলা-খ্যাত মণীন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে আমার নিকটাত্মীয়তা ছিল। তাঁর পার্ক সার্কাসের বাড়ি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লুণ্ঠিত হওয়ার সময়ে অনেক মূল্যবান বই ও ছবি বিনষ্ট হয়। পরে গড়িয়াহাটায় তিনি যে বাড়ি করেন, সেখানে তাঁর লাইব্রেরি ছিল দেখবার মতো। ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অত বই কলকাতায় সম্ভবত কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল না। কয়েক হাজার বাংলা বই-পত্রিকাও ছিল সুনির্বাচিত ও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাণ্ডার, সাধন া, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বইয়ের প্রথম সংস্করণ। নিঃসন্তান মণীন্দ্রলাল স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বুক দিয়ে বইগুলি আগলে রেখেছিলেন কিন্তু তারপর সেগুলি কোথ ায় গেল কেউ জানে না। অন্তত আমি জানি না। শ্যামবাজারে আমাদের প্রতিবেশী প্রমথনাথ মল্লিকের বই সংগ্রহের নেশা ছিল। আমার মাতামহ এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। প্রমথনাথ নিজে অথবা অন্যকে দিয়ে লেখালেখি করতেন। পরে তাঁর পুত্র ও পৌত্রের বিপুল বৈভবের অধিকারী হলেও গ্রন্থ সংরক্ষণে আগ্রহ দেখাননি। ফলে উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকা চিরকালের মতো হারিয়ে গেল।

গোয়াবাগানে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (১৮৭৬-১৯৬২) বাড়িতে অনেকবার গেছি। তাঁর পুস্তক সংগ্রহ শুধু মূল্যবান ছিল না, তাঁর খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ একটা দেখবার মতো জিনিস ছিল। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো তথ্য তিনি অনায়াসে সরবরাহ করতে পারতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহ কোথ ায় গেল? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পিতার সংগ্রহ ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করেননি, তা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। সুকুমার সেনের পুস্তক সংগ্রহ বর্ধমানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সত্যচরণ ও বিমলাচরণ লাহার পুস্তক সংগ্রহের সন্ধান পাইনি। এখনও লাহাদের বাড়িতে বেশ কিছু বই থাকা সম্ভব। আমার মাতামহ মন্মথনাথ ঘোষের সংগ্রহের কথা আগে বলেছি। মামার বাড়িতে থাকার সময়ে সে সমস্ত বইপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করেছি আমি। কিছু বই-পত্রিকা দিল্লি ঝিবিদ্যালয় এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে দেয়ার পরেও বাড়িতে ছিল বেশ কয়েক হাজার মহামূল্যবান বই-পত্রিকা। । কিন্তু স্থানাভাবে সে বই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ব ারবার স্থানান্তর, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বই রাখা,ব্যবহার না করা, সিলভার ফিশ থেকে উই-ইঁদুর --- আস্তে আস্তে নষ্ট হয়েছে হচ্ছে সেই বিশাল সংগ্রহ।

বিদেশে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ কীভাবে রক্ষিত হয় তার কাহিনী শুনি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পুরোনো বই-পত্রিকা রক্ষা করার কত অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু এখনও সেখানে নিলামে পুস্তক সংগ্রহ বা পাণ্ডুলিপি বিক্রি হয়। আমাদের দেশে বই রাখার থেকে বই নষ্ট করা অনেক সহজ কাজ। আজ প্রবীন বয়সে আমার নিজের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিত্য দুশ্চিন্তা বোধ করি। জীবিতকালেই বিক্রয় বা দান করলে অন্ত বিনষ্টির হাত থেকে সেগুলি রক্ষা পায়। তবু বেঁচে থাকতে কি বই দিয়ে দেওয়া যায়? ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়ের কথা মনে পড়বেঃ আমার লাইব্রেরির এক অংশ এক ঝিবিদ্যালয় কিনতে চান,কিন্তু কেনবার কথা উঠলেই প্রাণটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। পড়ে কিছু হয় না, না পড়েও উপায় নেই। অথচ বইগুলি আমার আর থ াকবে না। ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে। কখন কোন মূহূর্তে পাতা উল্টোতে ইচ্ছে হয় জানি না। বই হাতে থেকে চলে যাওয়া ----এটা একরকম মৃত্যু। (২০-৪-১৯৫৮)। আমার চার হাজার বইয়ের মধ্যে ঠিক এক হাজার, শুধু Economics -এর বই বিক্রি করে দিলাম। মাত্র একশ রেখেছি। তার বেশি পড়তে পারব না। তবু প্রিয় জিনিস হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটু আপশোস আছে, দুঃখ ঠিক নেই। (১৫.৫.১৯৫৯)।

ব্যক্তির জীবন জরা বার্ধক্য মৃত্যু আছে। বইও অজর অমর নয়। তবু যত্ন করে রাখলে বই অনেকদিন থাকে। আমাদের দেশে অন্তত দু-তিনশো বছর। কিন্তু ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ রক্ষা করা আজকের দিনে কঠিন। বইয়ের পোকা,বই চুরি ইত্যাদি তো আছেই, সেই সঙ্গে স্থানাভাব। আজকের দিনে আমরা অধিকাংশ জন ফ্ল্যাটে বাস করি। অনেক সময়ে ফ্ল্যাটেও একাধিকবার বদল করতে হয়। সব শেষে উত্তরাধিকারী ফ্ল্যাট বা ব্যাংক ব্যালান্স যত বেশি মূল্যবান বিবেচনা করেন, বইপত্রের গুত্ব সেভাবে অনুভব করেন না। (পাঁচ সাত হাজার টাকার বিনিময়ে কয়েক লক্ষ টাকার বইয়ের হস্তান্তর ঘটতে দেখেছি।) অনেকে আবার বই বিক্রি করা অসম্মানজনক মনে করেন। এছাড়া বিষয়সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা যত সহজ বা দ্রুত সম্ভব, পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ সেভাবে করা যায় না। সে অবস্থায় অযত্নে প্রাকৃতিক নিয়মে বই-কাগজপত্র নষ্ট করা অনেক সহজ। আপনা থেকেই একদিন ধুলোয় মিলিয়ে যাবে বইয়ের পাতা, যেমন দেখেছিলুম সূড়ার রাজবা ড়িতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তক সংগ্রহের ভগ্নাবশেষ।

নিজের বই নিজে বিক্রি করা কঠিন কাজ। কিন্তু বিক্রি করে দিলে তবু বইগুলি কোথাও না কোথাও রক্ষিত হবে। যিনি পয়সা দিয়ে বই কিনছেন, তিনি তো সেগুলি প্রাণ ধরে নষ্ট করতে পারবেন না। আমরা যারা পুরোনো বইয়েরমূল্য বুঝি, তারা তো পুরোনো বইয়ের দোকান থেকেই সংগ্রহ করেছি কত দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিক া। এক সময়ে রঞ্জন গুপ্ত রীতিমিতো ক্যাটালগ ছাপিয়ে পুরোনো বইয়ের কারবার করতেন। কত বই কিনেছি রঞ্জনবাবুর কাছ থেকে।সম্ভবত আরও একটু আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পুরোনো বইয়ের ব্যবসা শু করেন।তখন ঠন্জ্জপ্ক ন. ম. জন্ম নেয়নি। কানাইবাবু আমাকে স্নেহ করতেন। বইয়ের ব্যবসার কত গল্প করতেন। বুক

কোম্পানির আদি যুগের খবর রাখি না, কিন্তু শেষাবস্থায় গিরীন্দ্র মিত্রের বাড়িতে বসে বইয়ের গল্পের কথা মনে হয় (পরে বুক কোম্পানি উঠে গেলে সেখানে মনীষার বইয়ের দোকান হয়)। মোহনবাগান রো -তে পুথিপুস্তকের সংগ্রহ ভালো হলেও সেখান থেকে বেশি বই কিনতে পারিনি। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে সি. ও. স্টলে এদিক থেকে বেশিদামি এবং কম দামি দু- ধরনের বইই পাওয়া যেত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার অনেকদিন পর্যন্ত একই সঙ্গে নতুন ও পুরোনো বইয়ের কারবার করতেন। এ.সি. গাঙ্গুলি সম্ভবত আরও পরে বইয়ের ব্যবসায় এলেন। সব শেষে ইন্দ্রনাথ মজুমদার, যাঁর সুবর্ণরেখা বিজ্ঞাপন দিত --- গোয়েন্দা লাগিয়ে পুরোনো বইয়ের সন্ধানের থেকে সহজ হবে সুবর্ণরেখার আশ্রয় গ্রহণ। সুবর্ণরেখা অনেকদিন আমাদের যাবতীয় বইপত্র সংগ্রহের প্রধান উৎস। কলেজ স্ট্রিট - রেলিঙে আর পুরোনো বই পাওয়া যায় না। সেগুলি সোজাসুজি পুরোনো বইয়ের দোকানে চলে যায়। আসলে সেই চাকারমধ্যে চাকা। যেখান থেকে একদা বই সংগ্রহ করেছি, আবার সেখানেই শেষ গতি আমার বইয়ের। দুঃখ করার কিছু নেই। শুধু যেসব বই আমাদের পারিবারিক অবহেলায় চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে তার জন্য দুঃখ হয়। পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ চিরকাল থাকে না। পরিবার যেমন ভাঙে গড়ে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহও ভাঙে গড়ে। এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাস।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com